পিতল

চৌরসিয়া আমার কোর্সমেট হলেও একবারই শুধু এক স্টেশনে পোস্টেড্ ছিলাম আমরা। দোর্দণ্ডপ্রতাপ গ্রুপি গণপতির এলাকায়। যে গ্রুপি গণপতির নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো - বড় বড় ঝানু অফিসার থেকে আরম্ভ করে সদ্য ছাপমারা ছোকরাগুলো, সবাই ভয়ে থরহরি কম্প হয়ে থাকতো সর্বদা - সেই তারই অ্যাড্জুটেন্ট্ ছিল চৌরসিয়া তখন। স্টেশন কমাণ্ডারের অ্যাড্জুটেন্ট্ মানে ঝালে-ঝোলে-অম্বলে, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, ছুঁচ থেকে শুরু করে আকাশের চাঁদ যখন যা কিছু প্রয়োজন সর্বঘটে আছ তুমি, "দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি"র মত সদা অ্যাটেন্শনে। অষ্টপ্রহর সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে চলা ফেরা বসা। মুহূর্তেক চোখের আড়াল হলেই টেলিফোনের নিশ্ছেদ ঝন্ঝনা।

সাধারণ অবস্থাতেই বহু রথী মহারথী ল্যাজে গোবরে হয়ে গেছে এ কাজ সামলাতে। চৌরসিয়ার তার উপর আর এক সঙ্গীন সমস্যা। ভাসা ভাসা শুনেছিলাম খানিকটা। বাকীটা অনুমান করেছিলাম। চৌরসিয়া একদিন বার'এ বসে খোলসা করে ঢালাও বিবৃতি শোনালো।

সেদিন শনিবার। মেসে তম্বোলা বসেছে। বেয়ারারা রকমারি গ্লাস বোঝাই ট্রে নিয়ে শশব্যস্তে পানীয় বিলি করছে জনে জনে। বেয়ারাবিহীন বিজন বারে'এ বিষণ্ণমুখে বসেছিল চৌরসিয়া। দূর থেকে আমায় দেখে ডাকলো। পাশে বসিয়ে বিনা ভূমিকায় আদ্যোপান্ত বলে গেল সব। বেচারার একূল ওকূল দুইই নাকি যেতে বসেছে একেবারে। অফিসের কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি নাকি এমন আকার নিয়েছে যে গ্রুপি গণপতি মৌখিক বকাঝকা করে করে থিতিয়ে গিয়ে অন্য পথ ধরেছেন এখন। নিয়মিত কাগজে-কলমে ধরে রাখছেন সব, রিপোর্টের উপর দেগে চলেছেন ক্রমাগত।

এদিকে বাড়িতে গিন্নির সঙ্গেও হিমযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। ভদ্রমহিলা দিল্লীর এক নামী উকিলের সঙ্গে পত্রালাপ করছে চৌরসিয়াকে চৌরাস্তা দেখিয়ে কেটে পড়বে বলে। এই অবধি বলে চৌরসিয়া রুমালের খোঁজে পকেট হাতড়াতে লাগলো।

খানিক খোঁজাখুঁজি করে নাক টেনে বললো, "আমি ভাই মনস্থির করে ফেলেছি। এইবার ঝুলে পড়বো একদিন। কাঁহাতক সহ্য করা যায় বলো?"

দু'চারটে প্রশ্ন করে প্রতিপক্ষের তরফটা জেনে নিলাম। চৌরসিয়ার স্ত্রী দিল্লীর মেয়ে। ফিজিক্স নিয়ে এম.এস.সি. পাস করে রিসার্চে দাখিল হ'বার প্রাক্কালে চৌরসিয়ার সঙ্গে কোথায় কিভাবে আলাপ হয় এবং সে আলাপ দ্রুত প্রেম ও বিবাহে পরিণতি লাভ করে। বছর আড়াই আগের ঘটনা সে সব। এরই মধ্যে স্ত্রী তার বিবাহিত জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে।

"ছেলেপুলে নেই?"

"না ভাই। আসল মুশকিলটা সেখানেই। বাচ্চার ট্যাঁ-ফোঁ সামলাতে হলে আর উকিলকে লম্বা লম্বা চিঠি লেখার ফুরসৎ পেতো কোথায়? ছেলেপুলে নেই, হবার আশাও নেই। ডাক্তার পরিষ্কার বলে দিয়েছে। ওর কি একটা ম্যালফরমেশন আছে নাকি। যাক্ তার জন্যে আমার আপসোস নেই। জীবনে সবাই কি আর সব কিছু পায়? কিন্তু সঙ্গীতা ভারি অবুঝ। কিছুতেই আমার দিকটা বুঝতে চায় না। আরে, ওর সঙ্গে সিনেমা-ক্লাব-পার্টি করে সময় কাটাতে আমারই অসাধ নাকি? কিন্তু চাকরিটাও তো বজায় রাখতে হবে? রোজদিন বাড়িতে খিটিমিটি লেগে আছে। ফলে কাজে মন দিতে পারি না। অফিসে নিত্যি ডাণ্ডা পড়ছে, তারপর বাড়ি ফিরে তক্ষুনি ক্লাবে গিয়ে বউয়ের কোমর জড়িয়ে নাচার মত অবস্থা থাকে কারও। শারীরিক কিংবা মানসিক? এ এক ভিশাস্ সার্কল্।"

"হুম্। বইটইয়ের নেশা নেই?"

"আছে। তবে সে ভারি ওজনদার গুরুগম্ভীর বিষয়ের বই। মেস লাইব্রেরির হালকা ফিক্‌শনে রুচি নেই ওর। তাও কতবার বলেছি ঠিক আছে দিল্লী থেকে দু'চারখানা ফিজিক্সের বই-ই আনিয়ে নাও না হয়। তাতেও বিপদ। দু'চারদিন পড়াশোনার পরই আবার মুখ অন্ধকার। বলে এ সব পড়ে লাভ? কোনদিন কাজে লাগাতে পারবো নাকি? তোমার খপ্পরে পড়ে সারা জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল আমার।"

"জীবজন্তু ট্রাই করেছো?"

"অ্যাঁ?" চৌরসিয়া গোলাকার চোখে তাকায়।

"বলছিলাম বিড়াল-কুকুর-পাখীটাখি কিছু পুষে দেখলে পারো। কত রকমের তো পোষে লোকে আজকাল। গোসাপ-টিকটিকি-সাদা ইঁদুর-কচ্ছপ-রাজহাঁস।"

চৌরসিয়া হতাশভাবে হাত নাড়ে।

"না ভাই, ওসব কোন কিছুতেই কিছু হবার নয়। একটা চাউ-চাউ কিনে দিয়েছিলাম। সুন্দর সাদা ময়ূর প্রেজেন্ট করেছিল আমার ভায়রাভাই। সায়ামিজ বিড়াল আনলাম এক জোড়া। শেষতক্ কেউই টিকলো না। সব কটাকে বিদায় করে দিলো। ভারি নাকি নোংরা ওরা। বাড়িঘর অপরিষ্কার করে রাখে। লোকজন বেড়াতে এলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় ওর।"

আমি সশব্দে বার'এর কাউন্টারে চাপড় মেরে বললাম, "ইউরেকা।"

"কি বললে?" হতাশাক্লিষ্ট দু'চোখ তুলে তাকালো চৌরসিয়া। কন্ঠে নিরাশা ভরে বললো "তুমিও তামাশা করছো আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে? ভেবেছিলাম অন্তত তুমি আমায় সান্ত্বনা দেবে, পাশে দাঁড়াবে। হাজার হলেও আমরা কোর্সমেট।"

চৌরসিয়ার কাঁধে হাত রেখে বললাম, "ভুল ভাবোনি ব্রাদার, সত্যিই তোমার পাশে দাঁড়াবো আমি। তোমাকে উদ্ধার করবো এ বিপদ থেকে। ইন ফ্যাক্ট্, তোমাদের পারিবারিক জীবনে যে ব্যাধি দেখা দিয়েছে তার মোক্ষম দাওয়াই পেয়ে গেছি। আর কোন চিন্তা নেই।"

"সত্যি? ঠিক বলছো তুমি?" জুলজুল করে তাকায় চৌরসিয়া। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে। তার পাকানো গোঁফ জোড়ার সূচ্যগ্রভাগ তিরতির করে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল।

কাঁধে চাপ দিয়ে নিরস্ত করে বললাম, "বোসো ব্রাদার। একটা কাজ করতে হবে। কিছু উপচার চাই। সেগুলো কেনাকাটায় দাম পড়বে হাজার দু'পাঁচ।"

"এত?"

"এমন কিছু বেশী বলিনি। যা কিনবো রসিদ সমেত পাই পয়সার হিসেব পাবে। এক কপর্দকও এদিক ওদিক হবে না। অন্যদিকে চিন্তা করে দ্যাখো, তোমার স্ত্রী যদি সত্যিই ডিভোর্স করে তোমায়, তার মাসোহারা গুনতে হবে না জীবন ভোর? পাঁচ হাজারের ঢের বেশী খরচ পড়বে তাতে।"

সেদিনকার সাক্ষাৎকারে সেখানেই ছেদ পড়লো। পরদিন দুপুর নাগাদ চৌরসিয়া অফিসে এসে আমার হাতে একখানা খাম গুঁজে দিয়ে গেল। অফিসে আরও লোক ছিল।

চৌরসিয়া তাদের নজর বাঁচিয়ে হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে বললো, "পুরো পাঁচ।"

পরদিন অফিসের কাজে দিল্লী যাবার ছিল। সেখানে দিন তিনেক কাটিয়ে রবিবার ফিরে এলাম। চৌরসিয়ার সঙ্গে ফোনে সংক্ষিপ্ত বার্তালাপের পর দু'টো বেয়ারার হাতে জিনিসগুলো পাঠিয়ে দিলাম ওদের বাড়ি। ---- কিশোরীদা কাহিনী থামিয়ে টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ালেন।

বিজন, সনৎ আর রণজিৎ সমবেত প্রশ্ন ছুঁড়লো, "কি জিনিস কিশোরীদা? কি এনেছিলেন চৌরসিয়ার জন্যে?"

কিশোরীদা রহস্যঘন কন্ঠে বললেন, "ওই যে বললাম না? দাওয়াই!"

রণজিৎ সসম্ভ্রমে সিগারেটের প্যাকেট কিশোরীদার হাতে তুলে দিলো। বিজন লাইটার নিয়ে এগিয়ে এসে কিশোরীদার অধরোষ্ঠে ঝুলন্ত

সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে স্বস্থানে ফিরে গেল আবার। তিনজোড়া কৌতুহলী চোখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন কিশোরীদা।

সিগারেটে গোটাদুই সুদীর্ঘ টান মেরে বললেন, এর মাস খানেক পর ইন্স্পেক্শন্। স্টেশন জুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই কারো। পান থেকে চুন খসলো মানেই ধড় থেকে মুণ্ডু ও খসলো বলে। তা ভালোয় ভালোয় উৎরে গেল সব। স্টেশনের আপামর অফিসারবৃন্দের পিঠ চাপড়ে ইন্স্পেক্শন্কারী টিম বিদায় নিলে গ্রুপি সবাইকে ডেকে পাঠালেন নিজের খাস কামরায়। এতদিনের হাড়-ভাঙা মেহনতের জন্যে ভূয়সী প্রশংসা করলেন সকলের। বিশেষভাবে যে ক'জনার উল্লেখ করলেন তার মধ্যে চৌরসিয়া অন্যতম।

স্টেশনসুদ্ধু সবাই অবাক। চৌরসিয়া যে প্রশংসা পেলো সে কারণে নয়। সত্যিই প্রশংসার যোগ্য খেটেছে চৌরসিয়া গোটা মাস ধরে। লোকে অবাক হয়েছে তার এই হঠাৎ রূপান্তরে। এ যেন আর এক চৌরসিয়া - চৌকস, কার্যক্ষম, দক্ষ, সদাজাগ্রত, সদা সচেতন। এক কথায় যাকে বলে আদর্শ অ্যাড্জুটেন্ট্।

সেদিন বিকেলবেলা হৈ-হল্লা একটু কমলে চৌরসিয়া সোজা এসে হাজির হল আমার ঘরে। রাত্রে ওর বাড়ি ডিনার খেতে যেতেই হবে আমায়। ওর বিবি নাকি জোর তলব পাঠিয়েছে। খানিক গাঁইগুঁই করে শেষ অবধি রাজি হলাম। যা খাটনি গেছে ক'দিন, ভেবেছিলাম উইক-এন্ডটা গোটাকয়েক বিয়ার সাবড়ে টানা ঘুম দিয়ে কাটাবো। গায়ের ব্যথাটা মরবে তবে। কিন্তু চৌরসিয়ার পীড়াপীড়িতে সে প্ল্যান বাতিল হয়ে গেল। সন্ধ্যের পর গিয়ে হাজিরা দিলাম। সার্ভিস কোয়ার্টার। সার সার একই ধাঁচের বাড়ি সব। অন্যান্য বাড়িগুলোয় যাতায়াত ছিল। নেহাৎ চৌরসিয়ার দাম্পত্যজীবনে শনির দশা চলছিল এতকাল, তাই লোকজন যেতো না বিশেষ। ওদের খণ্ডযুদ্ধের মাঝে গিয়ে পড়ে খামোকা অপ্রস্তুত করা শুধু।

কলিংবেলে হাত দিতেই চৌরসিয়া স্মিতব্যগ্র মুখে দ্রুতপায়ে এসে দরজা খুলে সাদর আহ্বান জানালো। ঘরে ঢুকতে মিসেসও একমুখ হাসি

নিয়ে যুক্তকরে সম্বর্ধনা জানাতে এগিয়ে এলো। দু'এক কথার পর প্রাক-ডিনার সুরাপানে রত হলাম আমরা দু'জন। মিসেস টেবিলে থরে থরে খাবারদাবার সাজাতে লাগলো স্ক্রীনের ওপাশে ডাইনিং স্পেসে। ঘরের চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। একই ধাঁচের সার্ভিস কোয়ার্টার হলেও অন্দরে একেবারে স্বতন্ত্র এ বাড়ি। ঘরময় আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে পালিশ করা ঝকমকে আসবাবপত্তর থেকে। ড্রয়িংরুমের মাঝখান জুড়ে পিতলের কারুকার্য করা প্রকাণ্ড টেবিল। গদী আঁটা চেয়ারের পাশে পাশে অনুরূপ ছোট ছোট টিপয় চারখানা। বাহারে বুককেসের উপর পেল্লায় আকারের মোরাদাবাদী টেবিল ল্যাম্প। পিতলের নাগরা জুতোর অ্যাসট্রে। কিউরিও র‍্যাকে সারি সারি পিতলের রকমারি খেলনা - পঞ্চপ্রদীপ, পিলসুজ, পেটমোটা কুবের, নৃত্যরত মহাদেব, রাজহংসের পিঠে চড়ে দেবী সরস্বতী। প্রতিটি জিনিস ঝকঝক করছে। কাঁচা সোনার জেল্লা বেরুচ্ছে সদ্য রগড়ানো পিতলের গা থেকে।

আমার দৃষ্টিযুগল ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে চৌরসিয়া উদ্ভাসিত গলায় বললো, "এ সবই আমার গিন্নীর গুণে ভাই। সমস্ত সকাল সারাটা দুপুর ধরে প্রতিদিন ঘষামাজা করে প্রতিটি পীস। ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে করে রাখে রোজ। তবেই গিয়ে এত সুন্দর দেখতে লাগে। এসব জিনিস মেনটেইন করা যার তার কর্ম নয়।"

মৃদুস্বরে শুধোলাম, "তোমাদের সে সব গোলমাল এখন মিটে গেছে তো?"

আমার প্রশ্ন শুনে উঠতি বয়সের ধরা পড়া ছোকরার মত লজ্জায় জড়সড় হল চৌরসিয়া। তারপর গলা ছেড়ে হেসে উঠলো হো হো করে।

হাসির বেগ কমলে বললো, "আরে দূর ! তুমিও মনে করে রেখেছো সে সব! এ রকম কদাচিৎ-কখনও মন কষাকষি কোন ফ্যামিলিতে নেই শুনি? এখনও তো ও পথ মাড়াওনি। এরপর বুঝবে ক'টা ধানে ক'টা চাল হয়।"

মিসেস চৌরসিয়া হাসিমুখে এসে দাঁড়ালো, "নিন উঠুন এবার। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে গল্পগুজব করা যাবে।"

তিনজনে স্ক্রীনের ওপাশে গেলাম। ডাইনিং-টেবিল জুড়ে রকমারি খাবারের সমাবেশ। টেবিলের ঠিক মধ্যিখানে পিতলের ফুলদানীতে

ছিপছিপে রজনীগন্ধার ডাঁটি। সাইডবোর্ডের উপর জালি দেওয়া পিতলের ফুটবোল। ফ্রিজের উপর পিতলের ডিনার গং ----। এ ছাড়া আরও পিতলের বহু টুকিটাকি জিনিস ছড়িয়ে আছে ওদের সংসার জুড়ে, বেডরুমে-কিচেনে-ঠাকুরঘরে, তা আমি জানি। কারণ আমিই দেখে শুনে বাছাই করে দিল্লী থেকে কিনে এনেছি সব। চৌরসিয়ার কাছ থেকে পাওয়া নগদ পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে। হ্যাঁ, পুরো টাকাটাই লেগে গেছে ওগুলো কিনতে। কম জিনিস তো নয়। বড় বড় প্যাকিং বাক্সে ভরে আনতে হয়েছে। বেয়ারা দু'টোকে বার তিনেক পাড়ি দিতে হয়েছে চৌরসিয়ার বাড়ি অবধি ওগুলো বয়ে নিয়ে যেতে ----।"